গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
১০৮, মতিঝিল বা/এ,ঢাকা-১০০০।
www.dyd.gov.bd

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০০৫.২০১৫-৪৭ তারিখঃ ২২/২৮ খ্রিঃ।

আদেশ

যেহেতু, জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খাঁন(সাময়িক বরখাস্ত), উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা হিসেবে বাসাইল, টাঙ্গাইল-এ (বর্তমানে পঞ্চগড় জেলা কার্যালয়ে সহকারী পরিচালকের চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত) কর্মকালীন ২৮ জন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালকের চলতি দায়িত্ব প্রদানের কথা বলে চাঁদা আদায় এবং উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা জনাব এ,কে,এম নুরুল ইসলাম খান-কে সিরাজগঞ্জ জেলায় সহকারী পরিচালকের চলতি দায়িত্বে পোষ্টিং দেয়ার কথা বলে বিধিবর্হিভূতভাবে ০১৭১৭৬৯৩৫৯৬ নং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে উক্ত কর্মকর্তার নিকট থেকে মোট ১২,০০০/- (বার হাজার) টাকা চাঁদা গ্রহণের অভিযোগে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অত্র দপ্তরের ০৫-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১১৮ সংখ্যক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চালু করা হয়।

০২। যেহেতু, তিনি উক্ত মামলায় আনীত অভিযোগের বিষয়ে লিখিতভাবে জবাব দাখিল করেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ০৮-০৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়, শুনানীতে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত ২৮ জন সহকারী পরিচালকের মধ্যে কয়েকজনের লিখিত বক্তব্য(ফটোকপি) উপস্থাপন করেন, যাতে লেখা আছে তিনি তাদের কাছে কোন চাঁদা দাবী করেননি। এমতাবস্থায়, বিষয়টি বিভাগীয় তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়:

০৩। যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমানিত মর্মে উল্লেখ থাকায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ডি) ধারার বিধান মতে তাকে চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ(Dismissal from Service) দণ্ডারোপের প্রস্তাবনাপূর্বক অত্র দপ্তরের ০৭-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ২৪৪ সংখ্যক পত্রে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়। তিনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেন। জবাবে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবারও অস্বীকার করেন এবং বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতির আবেদন জানান। তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কর্মকর্তার নিকট হতে বিধিবর্হিভূতভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগটি প্রমানিত মর্মে দেখা যায়, কেননা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ফোনালাপের রেকর্ডও রয়েছে। তবে চলতি দায়িত্ব প্রত্যাশী অপর ২৬ জনের নিকট হতে চাঁদা আদায়ের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি;

০৪। যেহেতু, বিভাগীয় মামলার জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং একই বিধিমালার ৪(২) বিধি মোতাবেক লঘু দণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ

ক) এক্ষণে, সেহেতু সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) ধারার বিধান মতে জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খাঁন,সহকারী পরিচালক(চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত)(প্রাক্তন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়-কে মূল বেতন পরবর্তী ০২(দুই) বছরের জন্য বর্তমান টাইমস্কেলের ০৩(তিন) ধাপ নিম্নে অবনমনকরণ দণ্ডে দন্ডিত করা হলো। একই সাথে তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো ।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

(আনোয়ারুল করিম)
মহাপরিচালক
ফোন ঃ ৯৫৫৯৩৮৯

নং-৩৪.০১.০০০০.০০৭.২৭.০০৫.২০১৫-৪৭ তারিখঃ ২২/২/১৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরিত হলো ঃ

০১। যুগ্ম-সচিব(যুব-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
০২। পরিচালক----------(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৩। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,টাঙ্গাইল/পঞ্চগড়।
০৪। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, পঞ্চগড়।
০৫। কম্পিউটার প্রোগ্রামার(আইসিটি) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে আদেশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৬। সহকারী পরিচালক(প্রশাসন),যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা-কে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত নথিতে কপিটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হলো।
০৭। জনাব মোঃ সাইদুর রহমান খাঁন,সহকারী পরিচালক(চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত)(প্রাক্তন উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, পঞ্চগড়।
০৮। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর,ঢাকা।
০৯। অফিস কপি/গার্ড ফাইল ।

(মোঃ আতাউর রহমান)
সহকারী পরিচালক(শৃংখলা)
ফোন ঃ ৯৫৫১৮৫৯

Shahidul/E/Realse-305